প্রথম আলো

তারিখ ... 23 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

নামে 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ' পাঠদান মাধ্যমিকের

ইকবাল হোসেন, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) ●

নামফলকে লেখা 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ'। কিন্তু পাঠদান হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যন্ত। এই পরিস্থিতি ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের।

অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানকে 'কলেজ' হিসেবে পরিচিত করার এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

উপজেলার জিনজিরা কসাইটিটা এলাকায় নারিন্দা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জিনজিরার বন্দ ডাকপাড়া শহীদনগর এলাকায় শহীদনগর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৩ভাদ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া হিজলতলা ও কালীগঞ্জ, তেলঘাট এলাকার কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাসনাবাদ এলাকার নিউ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু সড়কের আগানগর এলাকায় সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নামফলকে 'কলেজ' শব্দটি শোভা পেলেও এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠদান করা হয় না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কলেজ শাখার অনুমোদনও নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি নারিন্দা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়ে দেখা যায়, শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মো. মেজবা উদ্দিন বলেন, 'কলেজ চালু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিকঠাক করা হচ্ছে।'

জিনজিরা এলাকার বাসিন্দা মো. রমিজউদ্দিন অভিযোগ বলেন, 'এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি চটকদার প্রস্তাবিকা (প্রসপেক্টাস) দিয়ে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে থাকে। এটি ঠিকমতো পরিচালনার জন্য কোনো কমিটিও নেই।'

কেরানীগঞ্জের সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামের এ দুটি প্রতিষ্ঠানে পাঠদান হয় মাধ্যমিক পর্যন্ত। অথচ প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে রয়েছে 'কলেজ'। সেখানে এ রকম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানকে কলেজ হিসেবে পরিচিত করার এ কৌশল নিয়েছে ● ছবি : জাহিদুল করিম

সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীও পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষ মো. সাইফুল জানান, প্রতিষ্ঠানটি এ বছর (২০১১) চালু করেছেন। আপাতত বাংলা মাধ্যমে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী, ইংরেজি মাধ্যমে 'প্লে গ্রুপ' থেকে 'ও লেভেল' পর্যন্ত চালু রয়েছে। দুই বছর পর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হবে।

জিনজিরা বন্দ ডাকপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, শিশু শ্রেণী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক তাছলিমা বেগম জানান, দিবা ও প্রভাতি শাখায় প্রায় চার শ শিক্ষার্থী ও ১৮ জন শিক্ষক রয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থীর মা বলেন, এটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু সুনাম বাড়ানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ কলেজের নাম ব্যবহার করছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মো. সোহরাব হোসেন বলেন, 'আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপাতত প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে। ভবিষ্যতে কলেজ পর্যায়ে কারিগরি (ভোকেশনাল) বিভাগ চালু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে এ জন্য বোর্ডে এখনো আবেদন করা হয়নি' বলে তিনি স্বীকার করেন।

কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঠদান চলে প্লে গ্রুপ থেকে স্ট্যান্ডার্ড-টু এবং প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল গনি জানান, প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে তা পরিবর্তন করে কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ করা হয়। আগামী দিনে কলেজ পর্যায়ের কার্যক্রম চালু করতে প্রস্তাব করা হয়েছে।

হাসনাবাদ এলাকায় নিউ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১১ জন, সপ্তম শ্রেণীতে ১৩ জন, অষ্টম শ্রেণীতে ১৬ জন ও দশম শ্রেণীতে মাত্র দুজন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আলী আকবর জানান, প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে। প্রথমে কলেজ পর্যায়ের পাঠদান শুরু করা হয়েছিল। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্য বিভাগে পাঁচ শিক্ষার্থীর দুজন এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে। কিন্তু লোকসানের মুখে ২০১০ সাল থেকে কলেজ শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দময় ভৌমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়মবহির্ভূতভাবে চলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অনুমোদনহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।